ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩১২৩

আগরতলা,৮ অক্টোবর,২০২৫

একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার রাজনৈতিক দলসমূহ: প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার
বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করল নির্বাচন কমিশন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু এবং ড. বিবেক জোশীর সঙ্গে আজ পাটনায় আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত ও বিস্তৃত পর্যালোচনা করেন।

দু'দিনের বিহার সফরের প্রথম দিনে কমিশন স্বীকৃত জাতীয় ও রাজ্য রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। উপস্থিত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ছিল:

- আম আদমি পার্টি
- বহুজন সমাজ পার্টি
- ভারতীয় জনতা পার্টি
- কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী)
- ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস
- ন্যাশনাল পিপলস পার্টি
- কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) (লিবারেশন)
- জনতা দল (ইউনাইটেড)
- লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)
- রাষ্ট্রীয় জনতা দল
- রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টি

কমিশন তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজনৈতিক দলগুলিকে শক্তিশালী গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলে উল্লেখ করেন এবং তাদেরকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান, যেমন পোলিং ও কাউন্টিং এজেন্ট নিয়োগ।

কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোকে উৎসবের চেতনার সঙ্গে নির্বাচনকে উদযাপন করতে উৎসাহিত করে, যাতে ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়ে।

রাজনৈতিক দলগুলো ঐতিহাসিক "বিশেষ নিবিড় সংশোধন" (Special Intensive Revision - SIR) সফলভাবে সম্পন্ন করায় কমিশনকে ধন্যবাদ জানায় এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস পুনরায় প্রকাশ করে।

২-এর পাতায়

ভোটারদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন ছট পূজার পরপরই আয়োজনের এবং যতটা সম্ভব কম ধাপে সম্পন্ন করার পরামর্শ দেয়।

রাজনৈতিক দলগুলো কমিশনের সাম্প্রতিক কিছু উদ্যোগের প্রশংসা করে, যেমন:

- প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সর্বোচ্চ ১২০০ ভোটার নির্ধারণ
- পোস্টাল ব্যালটের গণনা ই.ভি.এম. গণনার শেষ রাউন্ড শুরুর আগেই সম্পন্ন করার ব্যবস্থা
- প্রিজাইডিং অফিসারের মাধ্যমে ফর্ম ১৭সি রাজনৈতিক দলের এজেন্টদের ভোটকেন্দ্র ত্যাগের পূর্বে বিতরণ নিশ্চিত করা।

সমস্ত রাজনৈতিক দল কমিশনের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য কমিশনের দায়িত্ব পালনে বিশ্বাস রাখে।

রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মতবিনিময়ের পর কমিশন নির্বাচন পরিকল্পনা, ইভিএম ব্যবস্থাপনা, সরবরাহ, ভোটকেন্দ্রের যুক্তিকরণ ও পরিকাঠামো, নির্বাচনী কর্মীদের প্রশিক্ষণ, জব্দকরণ, আইনশৃঙ্খলা, ভোটার সচেতনতা ও প্রচারের বিভিন্ন দিক নিয়ে কমিশনার, আইজি, ডিজি, জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তা (ডি.ই.ও.), পুলিশ সুপার (এস.পি.) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে।

কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির পরামর্শের ভিত্তিতে কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয় এবং সমস্ত ডি.ই.ও., এস.পি. ও রাজ্য প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করার নির্দেশ দেয়, যাতে রাজনৈতিক দলের অভিযোগ ও সমস্যাগুলির তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব হয়।

সমস্ত ডি.ই.ও. এবং এস.পি.-কে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভুয়া খবরের ওপর নজরদারি করতে এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****